রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, জুন ২৫, ১৯৮৭

৮ম খন্ড

বেসরকারী ব্যক্তি এবং করপোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ।

দায়েমী কমপ্লেক্স বাংলাদেশ

(জাতীয়, ধর্মীয়, স্বেচ্ছাসেবী ও সমাজ কল্যাণ মূলক প্রতিষ্ঠান যাহা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ও জাতিসংঘ কর্তৃক স্বীকৃত)

৪২/২, আজিমপুর রোড, ছোট দায়রা শরীফ, ঢাকা-৫

নোটিফিকেশন

স্মারক নং ৩১৮/৮৭, তারিখ ২৭শে মে ১৯৮৭

দায়েমী কমপ্লেক্স বাংলাদেশ একটি জাতীয়, ধর্মীয়, চিকিৎসা ও সেবামূলক অরাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান (ওয়াকফভুক্ত) (ই, সি নং ১০৩৫৫)।

ঐতিহাসিক আজিমপুর দায়রা শরীফের ৬ষ্ঠ ও বর্তমান গদ্দীনিশিন পীর সাহেব ও সুফি নুরউল্লাহ ওয়াকফ ষ্টেট-এর মোতওয়াল্লী প্রখ্যাত সাধক হযরত শাহ সুফি সৈয়দ দায়েম উল্লাহ (মঃআঃ) ১৯৬৯ সালে দায়েমী কমপ্লেক্স প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর পূর্বপুরুষ উপমহাদেশের মহান সাধক প্রখ্যাত আধ্যাত্মিক নেতা হযরত শাহ সুফি সৈয়দ মোহাম্মদ দায়েম (রঃ) আজ থেকে দুই শত বৎসর পূর্বে দায়রা শরীফের গোড়া পত্তন করেন। দায়রা শরীফের গোড়া পত্তনের ছয় দিন পর হযরত শাহ সৈয়দ মোহাম্মদ দায়েম (রঃ) দায়েমী কমপ্লেক্স প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে ভবিষ্যৎ বাণী করেছিলেন। হযরত শাহ সুফি সৈয়দ দায়েমুল্লাহ তাঁহার পূর্ব পুরুষের সেই ভবিষ্যৎ বাণী বাস্তবে পরিণত করেন দায়েমী কমপ্লেক্স প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে।

হযরত শাহ সুফি সৈয়দ মোহাম্মদ দায়েম (রঃ) আওলাদে রসুল ছিলেন। তার পূর্বপুরুষ হযরত সৈয়দ বখতিয়ার মাহিসওয়ার (রঃ) বড় পীর হযরত গওসুল আযম সৈয়দ মহিউদ্দিন আবদুল কাদের জিলানী (রঃ) এর সুযোগ্য বংশধর ছিলেন। ইসলাম প্রচারের মহান ব্রত নিয়ে আজ থেকে সাত শত বৎসর পূর্বে তিনি মাছের পিঠে সওয়ার হয়ে সুদূর বাগদাদ থেকে চট্টগ্রামের হাওলদা নদীতে অবতরণ করছিলেন বলে তার নামের সাথে মাহিসওয়ার বিশ্লেষণ ভূষিত হয়।

দায়রা শরিফের প্রতিষ্ঠাতা হযরত শাহ সুফি সৈয়দ মোহাম্মদ দায়েম (রঃ) চট্টগ্রাম এর প্রখ্যাত সাধক আধ্যাত্মিক নেতা শাহ সুফি আমানত শাহ (রঃ)-এর নিকট হইতে ও ঢাকার লক্ষীবাজারস্থ মিঞা সাহেব ময়দানের প্রতিষ্ঠাতা হযরত সৈয়দ আবদুর রহিম শহীদ (রঃ) ও হযরত সৈয়দ নাজিম উদ্দিন (রঃ) এবং পাটনার বিখ্যাত দরবেশ সৈয়দ মুনয়েম খসরু (রঃ)-এর নিকট হইতে আধ্যাত্মিক শিক্ষা গ্রহণ করে ঢাকায় আজিমপুরের গভীর ঘন জংগলে দায়রা শরীফ প্রতিষ্ঠা করার ছয় দিন পর দায়েমী কমপ্লেক্স প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে যে ভবিষ্যৎ বাণী করেছিলেন তারই আলোকে আজকের ব্যতিক্রম ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান দায়েমী কমপ্লেক্স বাংলাদেশ।

১৯৬১ সনের তদানীন্তন পাকিস্তান সরকারের স্বেচ্ছাসেবী সমাজ কল্যাণ সমিতির তালিকাভুক্তি নিয়ন্ত্রণ আইনের আওতায় দায়েমী কমপ্লেক্স বাংলাদেশকে ১৯৮২ সনের ৩১শে আগষ্ট সমাজ কল্যাণ বিভাগ রেজিঃ নং ০১১৬৯ মোতাবেক সরকারী স্বীকৃতি প্রদান করেন। এবং ১৯৭৮ সালের স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাসমূহের নিয়ন্ত্রণ বিধি মোতাবেক নিবন্ধীকরণের জন্য দায়েমী কমপ্লেক্স -এর আবেদন পত্র সরকারের বিবেচনাধীন আছে।

সরকার ১৯৮৩ সালের ২৫শে মে উক্ত প্রতিষ্ঠানকে জাতীয় ও সেবামূলক প্রতিষ্ঠান হিসাবে স্বীকৃতি প্রদান করেন। স্মারক নং ১৯২৫-২৭, রেজীঃনং এস ৮৬৫/৪৪।

মক্কাশরীফের প্রধান ঈমাম শেখ সোবাইল বিন আবদুল্লাহ দায়রা শরিফে দায়েমী কমপ্লেক্স-এর কেন্দ্রীয় দপ্তর আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করেন এবং এই সংস্থার মাধ্যমে সারা দেশে শতাধিক ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হইতেছে। দায়রা শরিফের বর্তমান গদ্দীনিশিন পীর সাহেব উপ-মহাদেশের একজন স্বনামধন্য আয়ুর্বেদিক ও ইউনানী শাস্ত্রের অভিজ্ঞ চিকিৎসক। তাঁর ব্যক্তিগত চিকিৎসা ও গবেষণাকেন্দ্র দায়েমী ফার্মাসিউটিক্যাল ল্যাবঃ ও দায়েমী দাওয়াখানার মাধ্যমে উপার্জিত অর্থের শতকরা ৯০ ভাগ মানবতার সেবায় উৎসর্গ করে তিনি সারাদেশে ২০টি শাহী জামে মসজিদ, ৭টি এতিমখানা, ৪টি কলেজ, ৫টি উচ্চ বিদ্যালয়, ৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ২টি আলিয়া মাদ্রাসাসহ ৪০টি ফোরকানিয়া হাফেজিয়া মাদ্রাসা দীর্ঘদিন যাবৎ সুষ্ঠুরূপে পরিচালনা করিয়া আসিতেছেন। এইসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও এতিমখানায় ৩০০০ হাজারেরও বেশী অসহায় এতিম ও দুঃস্থ শিশু-কিশোর লেখাপড়া করিতেছে। এছাড়া দায়েমী কমপ্লেক্স ১০টি কারিগরী কর্মসূচী পরিচালনা করিতেছে। এই কর্মসূচীর অধীনে দেশের দুঃস্থ ও এতিম ছেলেদেরকে ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি বিভিন্ন বিষয়ের উপর বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ দেওয়া হইতেছে। বিষয়গুলির মধ্যে ওয়েলডিং, কার্পেনটিং, সেলাই, চামড়ার কুটীর শিল্প, মৎস্য চাষ, কৃষি, হাস-মুরগী পালন, টাইপ রাইটিং, ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

১৯৮৫ সালের জাতিসংঘের ৪০তম সাধারণ অধিবেশনে ও জাতিসংঘের অর্থনৈতিক, সামাজিক পরিষদের ১৯৮৫ সনের ৪১তম বসন্তকালীন অধিবেশনে সর্বসম্মতিক্রমে দায়েমী কমপ্লেক্সকে উপদেষ্টার মর্যাদা ও ডি, পি, আই-এর সহযোগী সদস্য পদ প্রদান করা হয়। দায়েমী কমপ্লেক্স জাতিসংঘের স্বীকৃতিপ্রাপ্ত বাংলাদেশে একমাত্র বেসরকারী প্রতিষ্ঠান বিধায় এই সংস্থা জাতিসংঘ ঘোষিত বিশ্ব-শান্তি বর্ষ পালনে ১৯৮৬ সালে ধর্মীয় ও শান্তি পুরস্কার প্রবর্তন করে দেশ ও জাতির জন্য গৌরব উজ্জ্বল ভূমিকা পালন করিয়াছে। সারা বিশ্বের ৩৮ জনকে ব্যক্তিগত ও ১৯টি দেশী-বিদেশী সেবামূলক প্রতিষ্ঠানকে এই পুরস্কার দেওয়া হয়।

দায়েমী কমপ্লেক্স হযরত শাহ সুফি সৈয়দ দায়েমউল্লা সাহেবের একক প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠা হলেও প্রতিষ্ঠানটিকে মূলতঃ দেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত ২৩ সদস্যের একটি উপদেষ্টা পরিষদ ও ৭ সদস্যের একটি পারিবারিক কমিটি পরিচালনা করিতেছেন। হযরত শাহ সুফি সৈয়দ দায়েমউল্লাহকে সভাপতি, হযরত শাহ সুফি হাবিবুর রহমানকে সহ-সভাপতি, জনাব আলহাজ এম, এন, আলমকে মহা-পরিচালক (যুগ্ম মোতওয়াল্লী) ও সৈয়দা রোকেয়া বেগমকে (যুগ্ম-মোতওয়াল্লী) নিযুক্ত করে সাত (৭) সদস্য বিশিষ্ট একটি কেন্দ্রীয় কমিটি ও সাবেক রাষ্ট্রপতি বিচারপতি জনাব আহছান উদ্দিন চৌধুরীকে সভাপতি ও বিচারপতি জনাব রুহুল ইসলামকে সহ-সভাপতি এবং বিচারপতি জনাব সিদ্দিক আহমেদ চৌধুরীকে সদস্য-সচিব নিযুক্ত করে ২৩ সদস্য বিশিষ্ট একটি উচ্চ ক্ষমতাশীল উপদেষ্টা পরিষদ-এর মাধ্যমে অত্র প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হইতেছে। জাতিসংঘসহ আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সহিত সমন্বয় রক্ষা করিবার জন্য দায়েমী কমপ্লেক্স-এর মহাপরিচালক এম, এন, আলমকে জাতিসংঘের কেন্দ্রীয় দপ্তরসহ নিউইয়র্ক, জেনেভা, ভিয়েনা এবং ৫টি সামাজিক এবং অর্থনৈতিক কমিশনের স্থায়ী প্রতিনিধি নিয়োগ করা হয়। শিক্ষা বিভাগের সাবেক যুগ্ম-সচিব জনাব ফজলুর রহমান খান ও ফরিদউদ্দিন আখতার ও জনাব এস, এম মুয়িদ এবং এস, এম, ফয়জুল্লাকে জাতিসংঘের অস্থায়ী প্রতিনিধি নিয়োগ করা হয়।

দায়েমী কমপ্লেক্স ১৯৮৪ সাল হইতে যে ধর্মীয় পুরস্কার প্রবর্তন করিয়াছে তাহা প্রতি দুই বৎসর অন্তর সংস্থার বিধি মোতাবেক জাতীধর্ম নির্বিশেষে গুণীজনদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। দায়েমী কমপ্লেক্স-এর সংবিধানে একটি নিজস্ব পতাকা ও একটি নিজস্ব মনোগ্রাম রহিয়াছে যাহা দায়েমী কমপ্লেক্স কর্তৃক পরিচালিত সকল প্রতিষ্ঠানে এবং কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি, মহা-পরিচালক ও বিদেশে নিযুক্ত প্রতিনিধিগণ সংবিধানের মর্মানুযায়ী ব্যবহার করিতে পারিবেন।

১৯৮৫ সালের ২৮শে অক্টোবর জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান বিচারপতি জনাব আবু সাঈদ চৌধুরী, আনুষ্ঠানিকভাবে ৪২/২, আজিমপুর রোড, ছোট দায়রাশরীফ-এ দায়েমী কমপ্লেক্স-এর জাতিসংঘ বিষয়ক দপ্তরের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন এবং ১৯৮৬ সালের ৭ই ফেব্রুয়ারী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রী জনাব হুমায়ুন রশীদ চৌধুরীর পক্ষে রাষ্ট্রদূত ওয়ালিউর রহমান অত্র দপ্তরের কার্যক্রম আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন ঘোষণা করেন।

দায়েমী কমপ্লেক্স পরিচালিত ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও এতিমখানার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, চট্টগ্রামের আমিরাবাদ সুফিয়া আলিয়া মাদ্রাসা, দায়েমীয়া মুসলিম এতিমখানা, বি, বাড়ীয়া জেলার সুফিয়াবাদ-এ সুফি আশমত উল্লা এতিমখানা, চট্টগ্রামের আবু মুছা কলিমুল্লাহ এতিমখানা, চট্টগ্রামের সাতকানিয়ায় দায়েমীয়া মাদ্রাসা, সাতবাড়ীয়া শাহ সুফি আমানত এতিমখানা ও এবতেদায়ী মাদ্রাসা ও হাফেজিয়া মাদ্রাসা, বৈলতলী জাফরাবাদ দায়েমীয়া কলেজ, উত্তর জাফরাবাদ দায়েমীয়া অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়, মানিকগঞ্জের সুফি নুর উল্লাহ হাফেজিয়া ফোরকানিয়া মাদ্রাসা, সুফি নুর উল্লাহ এতিমখানা ও শাহী জামে মসজিদ এবং ছোট কাটি গ্রামের দায়েমীয়া হাবিবিয়া ফোরকানিয়া মাদ্রাসা, দায়েমীয়া হাবিবীয়া জামে মসজিদ, ময়মনসিংহের হাবিবিয়া এবতেদায়ী মাদ্রাসা, কক্সবাজারের ডেমুসিয়া শাহ সুফি সৈয়দ মোহাম্মদ ওবায়দুল্লা এতিমখানা, ফোরকানিয়া মাদ্রাসা ও শাহী জামে মসজিদ, সোনারগাঁও মোহাম্মদিয়া এতিমখানা ও হাফেজিয়া মাদ্রাসা। এ ছাড়া ঢাকায় ঐতিহ্যবাহী আয়ুর্বেদিক ও ইউনানী তিব্বিয়া হাবিবিয়া কলেজ, চট্টগ্রামের ঈমাম গাজ্জালী কলেজ, নিজামপুর কলেজ, বাঁশখালী আলাউল কলেজসহ বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের হযরত পীর সাহেব কেবলা পৃষ্ঠপোষকতা করিয়া আসিতেছেন।

দায়েমীয়া কমপ্লেক্স-এর কার্যক্রম-এর ভূয়সী প্রশংসা করে বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রপতি, প্রধানগণ ও আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের প্রধানগণ দায়েমী কমপ্লেক্সের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান-এর নিকট শুভেচ্ছা বাণী প্রেরণ করিয়াছেন—(ক) মহামান্য রাষ্ট্রপতি আলহাজ্ব হুসাইন মুহম্মদ এরশাদ, বাংলাদেশ, (খ) ইংল্যাণ্ডের রাণী এলিজাবেথ, ২য়, (গ) যুক্তরাষ্ট্রের মহামান্য প্রেসিডেন্ট মিঃ রোনাল্ড রিগান, (ঘ) সোভিয়েট কম্যুনিষ্ট পার্টি প্রধান, মিঃ গর্বাচেভ, (ঙ) মিঃ পিয়েরে ট্রুডো, প্রধানমন্ত্রী, কানাডা, (চ) মহামান্য জন পোপ পল—২, ভ্যাটিক্যান সিটি, (ছ) শেখ মোহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ আল সোবাইল, পবিত্র কাবা শরীফের প্রধান ইমাম, (জ) মিঃ প্যারেজ ডি কুয়েলার, মহা সচিব, জাতিসংঘ, (ঝ) মিঃ ইসোয়সী আকাশী, আণ্ডার সেক্রেটারী-জেনারেল, ডি, পি, আই, জাতিসংঘ, (ঞ) ডাইরেকটর জেনারেল, ইউনেসকো, প্যারিস, (ট) রেকটর, জাতিসংঘ বিশ্ববিদ্যালয়, টোকিও, (ঠ) ডঃ কুর্ট ওয়ালর্ড হেইম, সাবেক মহাসচিব, জতিসংঘ এবং বর্তমানে প্রেসিডেন্ট, অষ্ট্রিয়া, (ড) লেঃ জেঃ খাজা ওয়াসিউদ্দিন, জাতিসংঘে নিযুক্ত বাংলাদেশ সরকারের স্থায়ী প্রতিনিধি, (ণ) মিঃ অষ্টাসকি, নির্বাহী সচিব, জাতিসংঘ শান্তি সচিবালয় এবং (ত) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় মন্ত্রীবর্গ।

হযরত শাহ সূফী সৈয়দ দায়েমুল্লাহ
পীর
আজিমপুর ছোট দায়েরা শরীফ
চেয়ারম্যান
দায়েমী কমপ্লেক্স বাংলাদেশ
৪২/২, আজিমপুর রোড, ঢাকা—৫।

এস, এম, জিল্লুল হক
দায়েমী কমপ্লেক্সের আইন বিষয়ক উপদেষ্টা
ও এ্যাডভোকেট, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট,
ঢাকা।

এ, এম, নুরউদ্দিন আহম্মদ
ডেপুটি রেজিষ্ট্রার (অবঃ প্রাঃ),
এডভোকেট, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট।

বাংলাদেশ সরকারের ওয়াকফ প্রশাসক এর স্মারক নং ৬৯৬, তাং ২৭-৫-১৯৮৭ ও ধর্ম মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং ১১৬(১)(৪)৮৭, তাং ১৫-৬-১৯৮৭, মোতাবেক দায়েমী কমপ্লেক্স বাংলাদেশ এর স্মারক নং ৩১৮/৮৭, তাং ২৭-৫-১৯৮৭ এর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অত্র নোটিফিকেশন সরকারী গেজেটে প্রকাশ করা হইল।

মোঃ আতিকুর রহমান
পক্ষে প্রশাসক,
বাংলাদেশ ওয়াকফ্ ডিপার্টমেন্ট,
ঢাকা।

এম, এন, আলম
মহাপরিচালক,
দায়েমী কমপ্লেক্স বাংলাদেশ
৪২/২, আজিমপুর রোড,
ছোট দায়রা শরীফ, ঢাকা—৫।

মোঃ নুরুল ইসলাম ভূইয়া
সহকারী সচিব,
ধর্ম মন্ত্রণালয়,
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

জাতিসংঘের কেন্দ্রীয় দপ্তর ও ভিয়েনা, সুইজারল্যান্ড, জেনেভা, প্যারিস ও সৌদিআরবে নিযুক্ত দায়েমী কমপ্লেক্স বাংলাদেশ-এর প্রতিনিধিদের তালিকা ঃ

১। জনাব আলহাজ্ব এম,এন, আলম	..	মহা-পরিচালক ও জাতিসংঘের স্থায়ী প্রতিনিধি।
২। জনাব এস, এ, মুঈত	..	জাতিসংঘের ভিয়েনা ও নিউইয়র্ক অফিসের অস্থায়ী প্রতিনিধি।
৩। জনাব ফজলুর রহমান খান	..	দায়েমী কমপ্লেক্স জেনেভা, প্যারিস ও জাতিসংঘের অফিস সমূহের স্থায়ী প্রতিনিধি।
৪। জনাব মৌলানা ফরিদউদ্দীন আত্তার	..	দায়েমী কমপ্লেক্সের সৌদীআরব ও মধ্যপ্রাচ্যে নিযুক্ত স্থায়ী প্রতিনিধি।
৫। জনাব এস,এম, ফয়েজ উল্লাহ	..	আন্তর্জাতিক সংবাদ সমন্বয়কারী মধ্যপ্রাচ্যে ও জাতি-সংঘের কেন্দ্রীয় দফতর।

হযরত শাহ সূফী সৈয়দ দায়েমুল্লাহ
চেয়ারম্যান
দায়েমী কমপ্লেক্স বাংলাদেশ ঢাকা।

(৯১—১)

بسم الله الرحمن الرحيم

পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী
STATE MINISTER FOR
FOREIGN AFFAIRS

GOVERNMENT OF THE
PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH
DHAKA

Message

A two-century old dynastical religious platform for the cause of human values housed in the religiously renowned premises of Dayera Sharif , in a densely populated area of the old historical place of Azimpur at the heart of Dhaka, the capital of Bangladesh, culminated into an organizational set-up as the Dayemi Complex Bangladesh in the year 1969.

Hazrat Shah Sufi Syed Daymullah (R), the immediate past spiritual occupant of the House is the founder Chairman of the Dayemi Complex Bangladesh. The Complex has become a symbol of succour to the poor, destitute, and distressed. It gave a clarion call for rehabilitation of tens of thousands of people rendered homeless due to river erosion, floods, cyclones and other natural calamity.

I am happy to know that the Dayemi Complex Bangladesh has now been working on national as well as international fields for propagation of faith, unity, discipline, peace and prosperity for the distressed humanity. In order to discharge their functions and to maintain liaison with various world bodies, government and non-government agencies, this organisation has established its offices at New York, Geneva and Vienna and Shah Sufi M.N. Alam, Director General of the Complex has been working as Permanent Representative and World Peace Envoy to the United Nations since 1985.

I am happy to recall here that my late father Justice Abu Sayeed Chowdhury, former President of Bangladesh and former Chairman, United Nations Human Rights Commission inaugurated Dayemi Complex Bangladesh U.N. Affairs Office at Holy Dayra Sharif on October 28, 1985. It was my great pleasure to be able to inaugurate the World Spiritual Institute of Bangladesh at Holy Shah Sufi Dynasty Dayera Sharif premises in December, 1996.

I pray to Almighty Allah for grand success of this Institute as well as of the Dayemi Complex Bangladesh.

(Abul Hasan Chowdhury)

Hussain Muhammad Ershad, MP
Special Envoy to the Hon'ble Prime Minister
Former President
People's Republic of Bangladesh
&
Chairman, Jatiyo Party

তারিখঃ ২৪শে এপ্রিল, ২০১৫খ্রীঃ

বাণী

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

বর্তমান দ্বন্দ্বমুখর ও সংঘাতময় বিশ্বে আন্তর্জাতিক সমঝোতা এবং শান্তির পরিবেশ সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা অনেক বেড়ে গেছে। এই প্রেক্ষাপটে জাতিসংঘ বহুমুখী কল্যাণকর পদক্ষেপ নিয়েছে যা- মানব জাতি এবং বিশ্ব শান্তির জন্য প্রশংসার দাবি রাখে। বাংলাদেশ সরকার জাতিসংঘের সকল কর্মকান্ডে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সহযোগিতা দিয়ে আসছে। জাতিসংঘের শান্তি মিশনে বাংলাদেশ অত্যন্ত বলিষ্ঠ ভূমিকা রেখে যাচ্ছে বিশ্ব শান্তি ও মানব জাতির কল্যাণে। বাংলাদেশ প্রতিনিয়ত জাতিসংঘের সকল কর্মকান্ডে সাহায্য-সহযোগিতার জন্য কার্যকরী ভূমিকা পালন করে যাবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

আমি জেনে অত্যন্ত আন্দিত হয়েছি যে, ধর্মীয়, অরাজনৈতিক ও সমাজসেবী প্রতিষ্ঠান হিসেবে দায়েমী কমপ্লেক্স ইতোমধ্যে জনকল্যাণে বিশেষ অবদান রেখেছে। এই প্রতিষ্ঠান এতিমখানায় বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ এবং এতিমদের লালন পালনের জন্য ৭টি এতিমখানার মাধ্যমে আত্মমানবতার সেবায় কাজ করে যাচ্ছে। তার স্বীকৃতি স্বরূপ জাতিসংঘের ১৯৮৫ সালের বসন্তকালীন সাধারণ অধিবেশনে দায়েমী কমপ্লেক্স বাংলাদেশকে Special Consultative Status প্রদান করেছে। এছাড়া বিশ্ব শান্তি ও নিরাপত্তার ক্ষেত্রে এই প্রতিষ্ঠানটি ১৯৮৬ সালে জাতিসংঘের সাধারন অধিবেশন কর্তৃক দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার একমাত্র প্রতিষ্ঠান হিসেবে জাতিসংঘের মহাসচিবের শান্তির দূত প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। এটা দেশ ও জাতির জন্য অত্যন্ত গৌরবের বিষয়। তার জন্য আমি দায়েমী কমপ্লেক্স বাংলাদেশের কর্তৃপক্ষকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।

আমি জেনে আরও আনন্দিত হয়েছি যে, আগামী ২৪ শে অক্টোবর ২০১৫ জাতিসংঘের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষ্যে দায়েমী কমপ্লেক্স বাংলাদেশ একটি স্মারক স্মরণিকা বাংলা ভাষায় প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। আমি তাদের এই পদক্ষেপকে দেশ, জাতি ও বিশ্বের জন্য এক অনুশীলনীয় পদক্ষেপ বলে মনে করি। শাশ্বত শান্তির ধর্ম ইসলামের আলোতে এবং ইসলামের সাম্য ও সৌহার্দ্যের নীতিতেই বিশ্বে সত্যিকার শান্তি প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে। আমি আশা করি, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান দায়েমী কমপ্লেক্স এ সম্পর্কে যথাযোগ্য ভূমিকা পালন করে যাবে।

ড. হযরত শাহ সূফী মোহাম্মদ নুরুল আলম পীর সাহেব হুজুর, আজিমপুর দায়রা শরীফ ও প্রতিষ্ঠাতা প্রেসিডেন্ট/মহাপরিচালক দায়েমী কমপ্লেক্স বাংলাদেশ-এর বলিষ্ঠ ভূমিকায় ঐতিহাসিক দায়রা শরীফের আওলীয়া দরবেশদের স্মৃতিচারণে প্রতিষ্ঠিত দায়েমী কমপ্লেক্স বাংলাদেশ দেশ, জাতি ও বিশ্ব শান্তির কল্যাণে মানবতার সেবায় প্রশংসনীয় অবদান রেখেছে- যা বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত ও প্রশংসনীয়।

আমি এই প্রতিষ্ঠানের জনকল্যাণমূলক কর্মসূচী ও প্রচেষ্টার সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করছি।

হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ
চেয়ারম্যান
জাতীয় পার্টি

Office : Room # 221-222, Level-2, South East Block, Bangladesh Parliament, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207, Bangladesh.
Tel : +88 02 8171279 (PS), +88 02 9885400 (Res), Fax +88 02 8813433 (Off), +88 02 9888281 (Res), Email : ershad.hm@gmail.com, (cc) specialenvoy.pm@gmail.com

PERMANENT MISSION OF BANGLADESH
TO THE UNITED NATIONS
821 UNITED NATIONS PLAZA, 8TH FLOOR
NEW YORK, N.Y. 10017

AMBASSADOR

TEL. (212) 867-3434-7

বাণী

দায়েমী কমপ্লেক্স, বাংলাদেশ ১৯৮৫ সালে জাতিসংঘ-ঘোষিত আন্তর্জাতিক যুববর্ষ ও আন্তর্জাতিক শান্তিবর্ষ পালন উপলক্ষে "বিশ্ব শান্তি" নামে একটি স্মরনিকা প্রকাশ করতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এই সংগঠন জাতিসংঘের বিভিন্ন সমাজ কল্যানমূলক কার্যক্রমের প্রতি সমর্থন ও সহযোগিতা প্রদান করছে জেনেও আমি বিশেষ প্রীত হয়েছি।

বাংলাদেশ জাতিসংঘের উদ্দেশ্য ও নীতিমালার প্রতি গভীরভাবে বিশ্বাসী থেকে বিশ্বশান্তি ও উন্নয়নের লক্ষ্য অর্জনের জন্য জাতিসংঘ ও তার বিভিন্ন সংস্থায় সর্বদাই সচেষ্ট আছে। সেই পরিপ্রেক্ষিতে আমি দায়েমী কমপ্লেক্স, বাংলাদেশ-এর উদ্যোগ ও প্রচেষ্টার সাফল্য কামনা করি।

খাজা ওয়াসিউদ্দিন

(খাজা ওয়াসিউদ্দিন)
জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্থায়ী
প্রতিনিধি, নিউ ইর্য়ক।

PERMANENT MISSION OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH TO THE UN
NEW YORK

OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL
DAYEMI COMPLEX, BANGLADESH
DIARY NO. 7 DATE 24/4/85

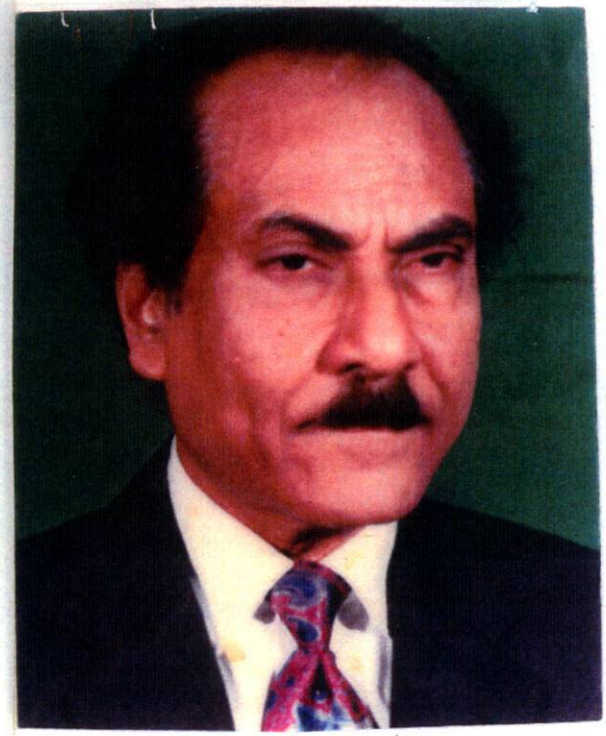

بسم الله الرحمن الرحيم

রাষ্ট্রপতি

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
ঢাকা

০৮ পৌষ ১৪০৩
২২ ডিসেম্বর ১৯৯৬

বাণী

শান্তির ধর্ম ইসলামের আলো, সাম্য ও সৌহার্দের নীতিতে বিশ্বাসী 'দায়েমী কমপ্লেক্স বাংলাদেশ' একটি ধর্মীয়, শিক্ষা, সামাজিক ও অরাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। পীর হযরত শাহ্ সূফী সৈয়দ দায়েম উল্লাহ (রঃ আঃ) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এই প্রতিষ্ঠানটি সর্বত্র পরিচিত এবং দুঃস্থ মানবতার সেবায় নিয়োজিত। ইতিমধ্যে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে শিক্ষার প্রসার ও সমাজ সেবায় প্রশংসনীয় অবদানের জন্য প্রতিষ্ঠানটি জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের উপদেষ্টার মর্যাদাসহ 'ইউনিসেফ' ও 'ডিপিআই' এর সহযোগী পদমর্যাদা লাভ করেছে।

দায়েমী কমপ্লেক্স বাংলাদেশ কর্তৃক ঐতিহাসিক আজিমপুর দায়রা শরীফ এর আউলিয়াগণের পবিত্র বার্ষিক ওরশ মোবারকসহ সংক্ষিপ্ত জীবনালেখ্য এবং বিশ্ব আধ্যাত্মিক ইনষ্টিটিউশনের কার্যক্রম সম্বলিত একটি স্মরণিকা প্রকাশের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই আমার আন্তরিক মোবারকবাদ।

আমি দায়েমী কমপ্লেক্স বাংলাদেশ ও ঐতিহাসিক আজিমপুর দায়রা শরীফ-এর সেবামূলক কাজের অগ্রগতি, উন্নতি ও সাফল্য কামনা করি।

বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ

NOTE FROM THE PRESIDENT OF BANGLADESH - MR-JUSTICE SHAHABUDDIN AHMED.

PERMANENT MISSION OF BANGLADESH
TO THE UNITED NATIONS

821 UNITED NATIONS PLAZA, 8TH FLOOR
NEW YORK, N. Y. 10017

TEL. (212) 867-3434-7

01 April 1987

TO WHOM IT MAY CONCERN

It gives me immense pleasure to certify that Mr. M.N. Alam, Director-General, Dayemi Complex, Bangladesh and Permanent Representative of Dayemi Complex to United Nations Offices in New York, Geneva and Vienna and five economic commissions namely: (1) Economic Commission for Africa, Addis Ababa, Ethiopia, (2)Economic Commission for Europe, Geneva, Switzerland, (3) Economic Commission for Latin America and the Caribbean, Santiago, Chile, (4) Economic Commission for West Asia, Baghdad, Iraq, and (5) Economic and Social Commission for Asia and the Pacific, Bangkok, Thailand. Dayemi Complex also having associate status with the Department of Public Information (DPI) of the United Nations. This is only organization of Bangladesh with such prestigious status with the United Nations bodies.

He has represented Dayemi Complex in Economic and Social Council of the United Nations in its various meetings and highlighted the cause of the suffering millions in the world body.

Dayemi Complex, Bangladesh, is rendering voluntary social services throughout the country for about two decades by maintaining more than hundred institutions including Colleges, School, Madrashas and Vocational Training Institutions and offering employment opportunities for thousands of unemployed young people of Bangladesh.

To the best of my knowledge, Mr. M.N. Alam, as the representative of Dayemi Complex, Bangladesh, conducts all business with concerned agencies/organizations in the promotion of the cause of peace, understanding and cooperation.

PERMANENT MISSION OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH TO THE UN
NEW YORK

(Rafiq Ahmed Khan) 1.4.87
Counsellor

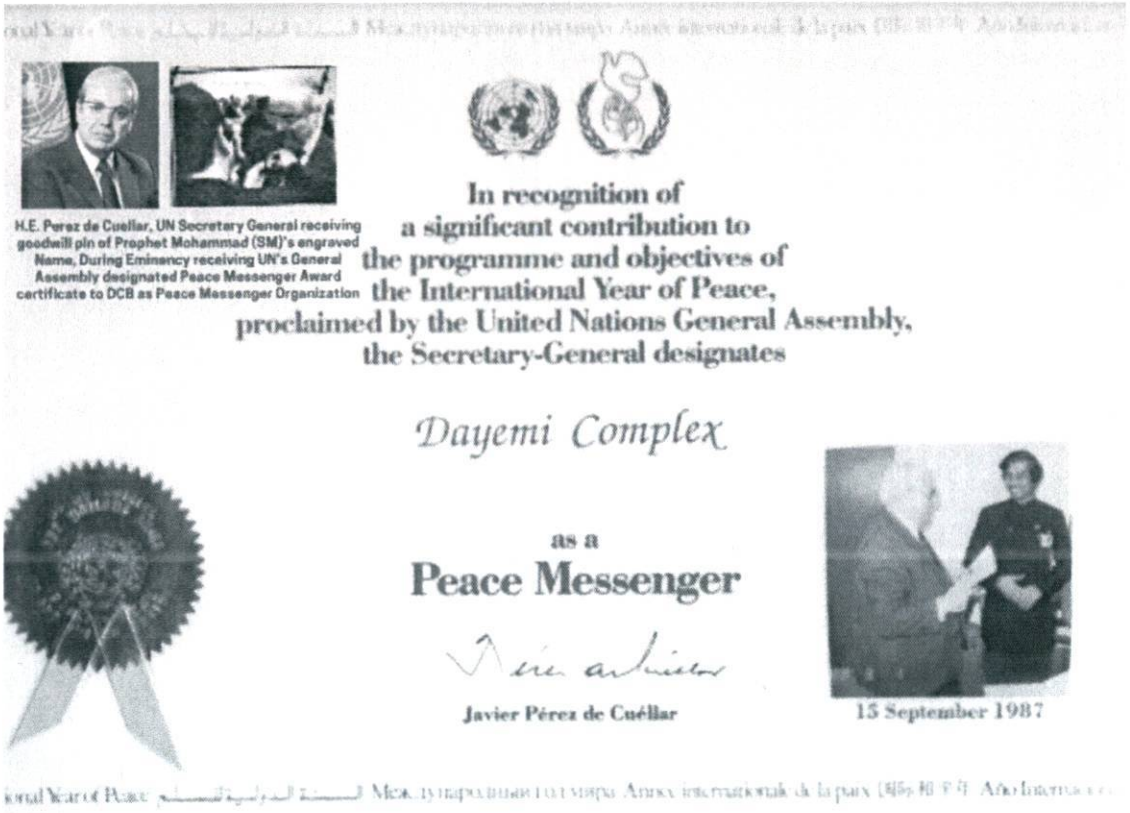

Figure 3: Dayemi Complex Bangladesh's Peace Messenger Award Certificate designated by United Nations General Assembly, presented by the Secretary General Javier Perez de Cuellar

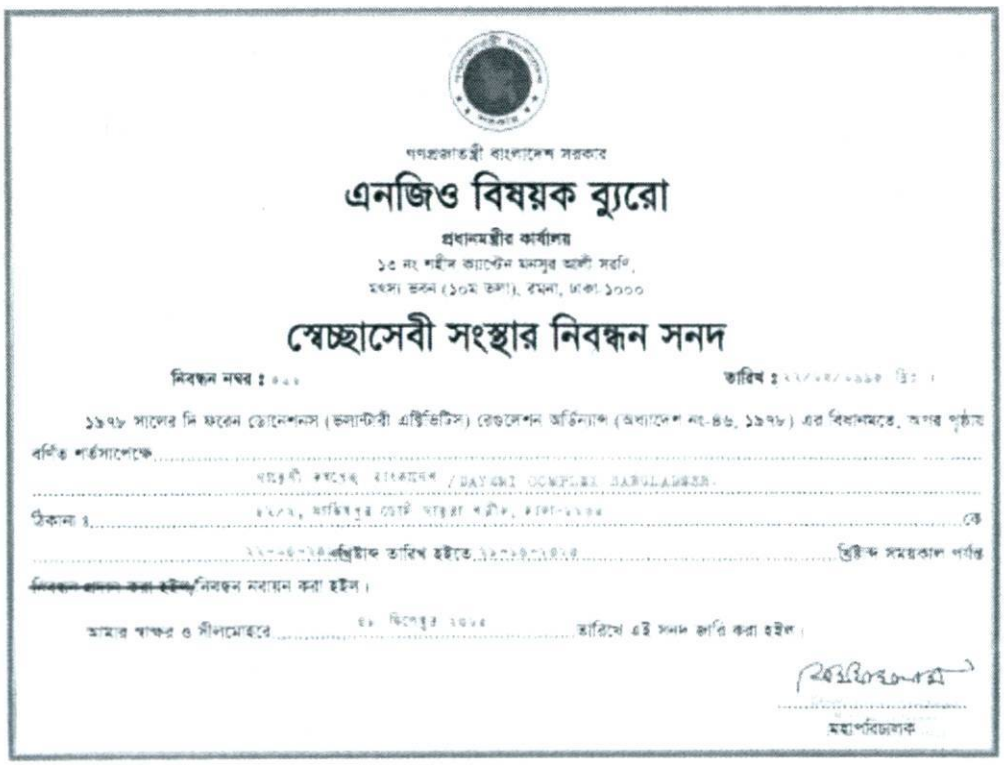

Figure 4: Dayemi Complex Bangladesh NGO Bureau Certificate

ECONOMIC COMMISSION FOR AFRICA
COMMISSION ECONOMIQUE POUR L'AFRIQUE

INTEROFFICE MEMORANDUM –MEMORANDUM INTERIEUR

To: Mr. Ousseini Ouedraogo, Chief
A: Security and Safety Services

Date: 14 February 2008

Through:
S/C De:

Ref.: GPAD/08/02/0073

From: Okey Onyejekwe
De: Director, GPAD

Subject: **Issuance of an NGO Pass**
Objet:

With reference to GPAD's letter Ref: GPAD/08/01/009 dated 9 January 2008, kindly renew the NGO pass for a period of one year to His Eminency Dr. Hazrat Shah Sufi Mohammad Nurul Alam, Representative of Dayemi Complex Bangladesh (DCB) and Mr. Gias Uddin, Additional Representative of Dayemi Complex Bangladesh (DCB).

Thank you for your cooperation.

UNITED NATIONS OFFICE AT VIENNA OFFICE DES NATIONS UNIES A VIENNE

VIENNA INTERNATIONAL CENTRE
P.O. BOX 500, A-1400 VIENNA, AUSTRIA
TELEPHONE: 26 310 TELEGRAPHIC ADDRESS: UNATIONS VIENNA TELEX: 135612

REFERENCE: M.4

14 April 1987

Dear Mr. Alam,

We recently received your nomination as representative of a non-governmental organization (NGO) at the United Nations at Vienna. In this connection, I would like to mention that the United Nations Office at Vienna is responsible for NGO matters in a general way, including certain questions of principle and organizational matters.

Your main interest as accredited representative may lie in the work of the Centre for Social Development and Humanitarian Affairs (CSDHA). However, you may also wish to communicate with the Division of Narcotic Drugs (DND) or the Trade Law Branch (UNCITRAL). In this regard, our office has a co-ordinating function (a list of the Liaison Officers of the various offices is attached).

In order for you to enter the Vienna International Centre (VIC) freely, you will have to be issued with a pass. The pass, which can only be collected personally by you, is issued by our Pass Office, located in room GOE10 and open from 10 a.m. to 4 p.m.

A lounge specifically set up for the use by NGO representatives when on business at the VIC equipped with desks, telephones and typewriters, is located on the entrance level of the D-building (marked with an X on the attached VIC map). Its key can be collected from the security officer at the C-building reception desk.

Mr.M.N. Alam
Director General
Dayemi Complex Bangladesh
42/2 Azimpur Chotto Dayera
Sharif
Dhaka
Bangladesh

The following papers have been attached for your information:

(1) a copy of ECOSOC Resolution 1296 (XLIV) on consultative arrangements which is basic to NGO representation;

(2) a general list of NGOs in consultative status with ECOSOC (E/1986/INF/8);

(3) a list of NGO representatives accredited to the United Nations Office at Vienna together with their addresses; your name will appear in the next edition of the list. Corrections to the list should be notified to Mr. Anton Reitbauer (extension 4136).

(4) a list of contacts at the VIC for NGO representatives including names of CSDHA staff concerned with the work of NGOs;

(5) a schedule of United Nations meetings at the VIC including those of UNIDO;

(6) an orientation map of the VIC; and

(7) an information circular on public activities.

I hope this letter and its attachments will prove useful in your work and remain with best regards,

Yours sincerely,

E. Zdrojowy

E. Zdrojowy
Senior Officer